শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ ১৬শ অধ্যায় – কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন

১.১৬ - কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন

- **১-৪ - আদর্শ রাজা হিসেবে পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক কলিকে দণ্ড প্রদান**
  - ১-২ - পরীক্ষিৎ মহারাজের শাসন, বিবাহ এবং পুত্র লাভ
  - ৩-৪ - তাঁর দ্বারা ৩টি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন এবং কলিকে দণ্ড
- **৫-৯ - শৌনক ঋষির প্রশ্ন**
  - ৫ - পরীক্ষিৎ কেন কলিকে হত্যা না করে কেবল দণ্ড দিলেন ? যদি তা কৃষ্ণবিষয়ক হয় তবে বর্ণনা করুন
  - ৬-৮ - ভক্তরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-মধু লেহন করে মৃত্যু থেকে রক্ষা পান
  - ৯ - অলস মনুষ্যগণ তাঁদের দিন-রাত্রি অপচয় করেন
- **১০-১৭ - সূত গোস্বামী কর্তৃক পরীক্ষিৎ মহারাজের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা**
  - ১০-১২ - পরীক্ষিৎ মহারাজের দিগ্বিজয়
  - ১৩-১৭ - যাত্রাকালে সর্বত্র পাণ্ডবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করে ভক্তিতে আপ্লুত হন
- **১৮-২৪ - গাভীরূপী ধরিত্রীর কাছে বৃষরূপী ধর্মের প্রশ্ন**
  - আপনি কি কোন বন্ধুর জন্য, আমার জন্য, আপনার নিজের জন্য, দেবতা, জীব, স্ত্রী, শিশু, বিদ্যাদেবী, ব্রাহ্মণ, রাজা কিংবা ভগবানের অনুপস্থিতির জন্য শোক করছেন
- **২৫-৩৬ - ধরণী কর্তৃক ভগবৎ-বিরহ দুঃখ বর্ণন এবং কলির প্রভাব সম্বন্ধে শোক**
  - ২৫-৩৪ - শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন গুণাবলী স্মরণ
  - ৩৫ - কৃষ্ণ-বিরহ কে সহ্য করতে পারে ?
  - ৩৬ - সেই সময়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ সেখানে আগমন

১আদর্শ রাজা হিসেবে পরীক্ষিৎ মহারাজ - ৪- কর্তৃক কলিকে দণ্ড প্রদান –

১.১৬.১ – ভবিষ্যদ্বানী সার্থক –

সূত গোস্বামী বললেন- হে পন্ডিত ব্রাহ্মণগণ, ভাগ্য গণনায় পারদর্শী পন্ডিতেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় তাঁর যে সমস্ত মহদ্ গুণাবলীর কথা বলেছিলেন, কালক্রমে তিনি সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে একজন পরম ভাগবতরূপে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্ব"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময়, জ্যোতিবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণেরা তাঁর কিছু গুণাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ কালাক্রমে একজন মহান্ ভাগবদ্ভক্তে পরিণত হয়ে সেই সমস্ত গুণাবলী বিকশিত করেছিলেন।
- মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ভগবাণের ভক্ত হওয়া, এবং তা হলে অনুশীলনযোগ্য সমস্ত সদ্গুণাবলী ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিকশিত হয়।
- বিচার-আচার-প্রচার – মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এক মহাভাগবত, বা উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভক্ত, যিনি কেবল ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর অপ্রাকৃত উপদেশাবলীর দ্বারা অন্যদেরও ভগবদ্ভক্তে পরিণত করতে পারতেন।
- নিত্য নতুন আইন তৈরি করে এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে বার বার সেগুলির পরিবর্তন করবার জন্য মূর্খ অর্বাচীনদের দরকার হত না। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রমুখ মুক্তপ্রাণ মহর্ষিরা সমস্ত বিধিনিয়মাদির নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এবং সেগুলি সর্বকালের এবং সর্বদেশের উপযোগী। সুতরাং সেই সমস্ত বিধিনিয়মাদি সম্পূর্ণরূপে সুনির্দিষ্ট মানসম্পন্ন এবং অভ্রান্ত।
- এই ধরনের সভাসদেরা মূর্খ ছিলেন না অথবা মূর্খদের স্বর্গরচনাকারীদের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁরা **"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"** –এই প্রকার ভোগপরায়ণ মতবাদের প্রচারকারী ছিলেন না।

১.১৬.২ –মহারাজ পরীক্ষিতের বিবাহ ও পুত্রাদি –

মহারাজী পরীক্ষিৎ উত্তর নৃপতির কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং সেই ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়াদি চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

১.১৬.৩ – পরীক্ষিতের ৩টি অশ্বমেধ যজ্ঞ –

মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যকে গুরুরূপে বরণ করে গঙ্গার তীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি প্রচুর দক্ষিণা দান করেছিলেন এবং এই যজ্ঞে সাধারণ মানুষেরাও স্বর্গের দেবতাদের দর্শন করতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- স্বর্গের দেবতারা সচরাচর সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হন না, ঠিক যেমন ভগবান সকলে গোচরীভূত নন। কিন্তু ভগবান যেমন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই পৃথিবীতে অবতরণ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হন, তেমনই স্বর্গের দেবতারাও তাঁদের স্বীয় কৃপাবশে সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের প্রভাবে দেবতারা দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়েছিলেন।
- দৃষ্টান্ত – মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, এই সমস্ত যজ্ঞে রাজারা তেমনই উদারভাবে দান করতেন। মেঘ হচ্ছে জলেরই রূপান্তর, অথবা বলা যায় যে, পৃথিবীর জলই মেঘে পরিণত হয়।
- সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ – মহারাজ পরীক্ষিতের মতো রাজাকেও সদ্গুরুর নির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন হত। গুরুকে অবশ্যই সদ্গুরু হতে হয়, এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভেচ্ছু মানুষকে প্রকৃত সাফল্য লাভের জন্য অবশ্যই সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

১.১৬.৪ – কলিকে দণ্ড দান

এক সময়, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান রাজবেশধারী এক শূদ্রাধম, কলি, একটি গাভী এবং বৃষকে পায়ে আঘাত করছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে উপযুক্ত দণ্ড দান করতে উদ্যত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "তাঁর দিগ্বিজয়"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজের মহিমা প্রচার করার জন্য পৃথিবী জয় করতে বেরোননি।
- তিনি বেরিয়েছিলেন ভগবানকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখবার উদ্দেশ্যে। ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার ফলে রাজার কর্তব্য হচ্ছে যথাযথভাবে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদন করা।
- মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রগতি সাধন করা, এবং তা করতে হলে গো-রক্ষা অবশ্য কর্তব্য।

৫-৯ - শৌনক ঋষির প্রশ্ন

১.১৬.৫ – শৌনক ঋষির জিজ্ঞাসা –

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন- সেই শূদ্রাধম রাজবেশ ধারণ করে গাভীকে তার পদাঘাত করা সত্ত্বেও, মহারাজ পরীক্ষিৎ কেন তাঁকে কেবলই সামান্য দন্ড দান করেছিলেন? এই সমস্ত ঘটনা যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হয়, তা হলে দয়া করে আপনি আমাদের কাছে তা বর্ণনা করুন।

১.১৬.৬ – জীবনের অপচয়কারী অসৎ আলাপের নিষ্প্রয়োজনীয়তা –

ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু লেহনকারী। যে সমস্ত বিষয় কেবল মানুষের মূল্যবান জীবনের অপচয় করে, সেই সমস্ত বিষয়ের কি প্রয়োজন?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (৫ ও ৬)

"শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা"

- তখনকার দিনের ঋষিরা কল্পনাও করতে পারতেন না যে, কলিযুগের প্রভাবে শূদ্রাধমেরা দেশনেতার পদে নির্বাচিত হবে এবং গোহত্যা করার জন্য কসাইখানা খুলবে।
- এক প্রতারক এবং গাভী নির্যাতনকারী শূদ্রকের কথা শুনতে মহর্ষিদের মোটেই আগ্রহ ছিল না। সেই ঘটনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কোন যোগাযোগ ছিল কি না, তাঁরা তা জানতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা শুনতেই আগ্রহী ছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত কথাই কেবল শ্রবণীয়।
- শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে সব কিছুই, তা যাই হোক না কেন, পবিত্র হয়ে যায়। এই জড় জগতে প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে সব কিছুই কলুষিত। তবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পবিত্রকারী মাধ্যম।
- আমাদের আয়ু খুব বেশি নয়, এবং কখন যে সব কিছু ত্যাগ করে পরবর্তী স্তরে যাওয়ার আদেশ আসবে, সেই সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কবিহীন বিষয়ে যাতে আমাদের জীবনের একটি মূহুর্তেরও অপচয় না হয়, সেই সম্পর্কে সচেতন থাকা আমাদের কর্তব্য। যে কোন বিষয়ে, তা সে যতই শুনতে ভাল লাগুক, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে তা শ্রবণযোগ্য নয়।
- যারা জড় দেহের পরিবর্তন না করে নিত্য জীবন লাভ করতে চায়, তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে একটি মুহূর্ত নষ্ট করা উচিত নয়।

১.১৬.৭ – মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হতে যমরাজকে আহ্বান –

হে সূত গোস্বামী, কিছু মানুষ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জীবন লাভের প্রয়াস করেন। তাঁরা মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে আহ্বান করে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পান।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- আধুনিক বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা এবং রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার চেষ্টা করছে, কিন্তু হায়! মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজ এতই নিষ্ঠুর যে, তিনি সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত রেহাই দেন না।
- যমরাজেরই এই নিষ্ঠুর সংহারের পন্থা তখনই কেবল রোধ করা যায়, যখন ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়।
- যমরাজ ভগবানের মহান্ ভক্ত এবং ভগবানের প্রমময়ী সেবায় সর্বদা যুক্ত, ভগবদ্ভক্তি চর্চায় সতত নিয়োজিত শুদ্ধ ভক্তেরা যখন তাঁকে কীর্তনে এবং যজ্ঞে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হন।

১.১৬.৮ – হরিলীলা শ্রবনই যমরাজের কবল থেকে মুক্তির উপায় –

মৃত্যুর কারণ স্বরূপ যমরাজ যতক্ষণ এখানে উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ কারও মৃত্যু হবে না। ভগবানের প্রতিনিধি, মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে মহর্ষিরা সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যারা তাঁর কবলিত, তাদের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহের বর্ণনা শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করা।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার সব চেয়ে সরল এবং নিশ্চিত পন্থা হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতে সুসংবদ্ধভাবে বর্ণিত ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহ শ্রবণ করা।

১.১৬.৯ – মন্দবুদ্ধি ও মন্দ আয়ু বিশিষ্ঠ মানুষের রাত্রি-দিন অপচয় –

স্বল্পবুদ্ধি এবং স্বল্প আয়ুবিশিষ্ট অলস মানুষেরা নিদ্রার দ্বারা তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে এবং অর্থহীন কার্যকলাপে দিন অতিবাহিত করে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- <u>সুযোগের সদ্ব্যবহার</u> – জড়া প্রকৃতি তার কঠোর নিয়মে জীবকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা রূপ দণ্ড দান করার সময় প্রকৃতির বিশেষ অবদান স্বরূপ এই মনুষ্য শরীরটি দিয়ে থাকেন। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ অর্জনের জন্য, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, এটি একটি সুযোগ। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি বন্ধন মুক্ত হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এই গুরুত্বপূর্ণ উপহারের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অলস এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রদত্ত এই মানব শরীরের মূল্য বুঝতে অক্ষম।

১০-১৭ - সূত গোস্বামী কর্তৃক পরীক্ষিৎ মহারাজের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা

১.১৬.১০ – কলির লক্ষনাদির অনুপ্রবেশের সংবাদ শ্রবন করে পরীক্ষিতের সামরিক প্রস্তুতি –

সূত গোস্বামী বললেন- মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন কুরু সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থান করেছিলেন, তখন কলিযুগের লক্ষণাদি তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। সেই সংবাদ তিনি যখন পান, তখন তাঁর কাছে তা মোটেই প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয়নি। অবশ্য তার ফলে তিনি সংগ্রাম করার একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে সামরিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "কলি-নিধন তাঁর প্রয়াস"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলিযুগের লক্ষণগুলি কি কি? সেগুলি হচ্ছেঃ ১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, ২) আমিষ আহার, ৩) মাদক দ্রব্যের নেশা, এবং ৪) দ্যুত ক্রীড়া। কলির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কলহ, এবং উপরোক্ত চারটি লক্ষণ মানব সমাজের সমস্ত কলহের মূল কারণ।

- **অলস এবং দুর্ভাগাদের অসঙ্গত যুক্তি** – কলিযুগে কলির এই সমস্ত লক্ষণগুলি অবধারিত বলে যদি কেউ যুক্তি দেয়, তবে তা হবে অসঙ্গত। তা যদি হত, তা হলে এই সমস্ত লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজ সংগ্রাম করেছিলেন কেন ? অলস এবং দুর্ভাগা মানুষেরা এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করে।
- বর্ষাকালে বর্ষা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তবুও মানুষ সেই বৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করে তেমনই, কলিযুগে উল্লিখিত লক্ষণগুলি সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করবেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য কলির সেই প্রভাব থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা।

১.১৬.১১ – সামরিক সজ্জায় সজ্জিত পরীক্ষিতের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা –

মহারাজ পরীক্ষিৎ, রথী, অশ্বারোহী, গজ এবং পদাতিক সৈন্য পরিবৃত হয়ে, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচালিত এবং সিংহচিহ্নিত ধ্বজাশোভিত রথে চড়ে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে নগরী থেকে বাহির হলেন।

১.১৬.১২ – পরীক্ষিৎ মহারাজের দিগ্বিজয় –

মহারাজ পরীক্ষিৎ ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুরুজাঙ্গল, কিম্পুরুষ ইত্যাদি পৃথিবীর সমস্ত অংশ বা বর্ষ জয় করে সেই সমস্ত দেশের শাসকদের কাছ থেকে উপঢৌকনাদি আদায় করেছিলেন।

১.১৬.১৩-১৫ – সর্বত্র পাণ্ডবদের কৃষ্ণ ভক্তির মহাত্ম এবং মাতৃগর্ভে নিজের পরিত্রানের কথা শ্রবণ –

রাজা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মহান্ ভগবদ্ভক্ত পূর্বপুরুষদের এবং শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছিলেন। তিনি নিজেও কিভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজোরশ্মি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, সে-কথাও শ্রবণ করেছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বৃষ্ণি এবং পৃথার বংশধরদের কেশবের প্রতি গভীর স্নেহ এবং ভক্তির কথাও বলত। এই প্রকার মহিমা কীর্তনকারীদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মহারাজ গভীর তৃপ্তি সহকারে তাঁর চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করেছিলেন, এবং মহাবদান্যতা সহকারে তাদের অতি মূল্যবান কণ্ঠহার এবং বসন দান করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সেই স্বাগত বন্দনার মূল বিষয় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মানে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নিত্য ভক্তগণ, ঠিক যেমন রাজা মানে রাজা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ।
- শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ঐকান্তিক ভক্তদের থেকে আলাদা করা যায় না, তাই তাঁর ভক্তদের বন্দনা করা মানে পরমেশ্বর ভগবানেরই বন্দনা করা আবার শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করা মানে তাঁর ভক্তদের বন্দনা করা।

১.১৬.১৬ – পাণ্ডবদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুনেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু), যিনি সারা জগতে মান্য, তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশে তাঁর প্রিয় পাণ্ডুপুত্রদের সারথ্য বরণ করেছিলেন, দৌত্য করেছিলেন, সম্যক্রূপে তাঁদের সহচর হয়েছিলেন, রাত্রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁদের প্রহরী হয়েছিলেন এবং এইভাবে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের নানা প্রকার সেবা করেছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই আদান-প্রদান** – শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের ভাবের আদান-প্রদান উপলব্ধি করার মাধ্যমে অনায়াসে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই আদান-প্রদান সাধারণ মানুষের আচরণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তত্ত্বগতভাবে যিনি তার মর্ম উপলব্ধি করেন, তিনি তৎক্ষনাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

১.১৬.১৭ – স্বীয় পূর্বজদের সুকৃতির কথা শ্রবণ ও চিন্তন করে পরীক্ষিতের দিন যাপন –

যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পূর্বপুরুষদের সুকৃতি বিষয়ক কথা শ্রবণ করে দিন যাপন করছিলেন এবং অতিশয় আশ্চর্য হয়ে দিনের পর দিন তাঁদেরই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, তখন কী ঘটেছিল, তা এখন আপনারা আমার কাছে শুনতে পারেন।

১৮-২৪ - গাভীরূপী ধরিত্রীর কাছে বৃষরূপী ধর্মের প্রশ্ন –

১.১৬.১৮ – বিষন্ন গাভীরূপী ধরিত্রী মাতার কাছ বৃষরূপী ধর্মরাজে প্রশ্ন -

ধর্মনীতির রক্ষক ধর্মরাজ একটি বৃষের রূপ ধারণ করে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন। আর তখন তাঁর দেখা হয়েছিল গাভীরূপী ধরিত্রী মাতার সাথে- তিনি যেন বৎসহারা গোমাতার মতোই বিষন্ন হয়েছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অশ্রুধারা, আর তাঁর দেহের সৌন্দর্য যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তাই ধর্মরাজ তখন ধরিত্রীমাতাকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – গোরক্ষারনীতি

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সব রকম সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সর্বোত্তম সার্থকতা অর্জন করতে গেলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণার্থে বৃষ আর গাভীকে রক্ষা করতে পারা যায়। এই ধরনের সংস্কৃতির প্রগতির মাধ্যমেই, সমাজের নীতিবোধ যথাযথভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায়, এবং তার ফলে অযথা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়াই শান্তি ও সমৃদ্ধিও অর্জন করা চলে।

১.১৬.১৯-২৪ – আপনাকে কেন দুঃখছায়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে?

১৯	১. আপনি কি অন্তরে কোনও আধিব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন, কিংবা কোনও আত্মীয়-বন্ধু দূরে চলে গেছে, তার কথা ভাবছেন ?
	২. আমার তিনটি পা আমি হারিয়েছি আর আমি একটি মাত্র

	পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার এই রকম অবস্থা দেখে আপনি কি দুঃখ করছেন?
২০	৩. কিংবা যারা বিধি-অমান্যকারী মাংসভুক্ শূদ্র, এরপর তারা আমাকে গ্রাস করবে বলে আপনি কি নিদারুণ উদ্বেগাকুল হয়েছেন?
	৪. অথবা বর্তমানে কোনই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়না বলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-উৎসর্গের ভাগ অবহৃত হচ্ছে, তাই আপনি কি ব্যাকুল হয়েছেন?
	৫. কিংবা দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টির ফলে জীবদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে আপনি কি শোকাকুল হয়েছেন?
২১	৬. কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত মানুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত অসহায় আশ্রয়হীন অসুখী স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্য আপপনি কি করুণা অনুভব করছেন?
	৭. কিংবা ধর্মনীতি বিরোধী কার্যকলাপে মত্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাগ্‌দেবী পরিচালিত হচ্ছে বলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন?
	৮. অথবা যে সমস্ত শাসককুল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে মান্য করে না, ব্রাহ্মণেরা তাদেরই কাছে আশ্রয় নিয়েছে বলে আপনি কি দুঃখিত?
২২	৯. তথাকথিত ক্ষত্রিয় শাসকবর্গ এখন এই কলিযুগের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, আর তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। আপনি কি এই বিপর্যয়ের জন্য শোকাভিভূত হয়েছেন?
	১০. এখন সাধারণ লোকে আহার, নিদ্রা, পান, যৌন সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারে বিধিনিয়মাদি কিছুই মেনে চলে না, আর সে-সব কাজ তারা যত্রতত্র ইচ্ছামতো করে থাকে। এর জন্য আপনি কি দুঃখিত?
২৩	১১. পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন বলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর লীলাকথা স্মরণ করছেন এবং মনে হয় সেগুলির অভাবে শোকাকুলা হচ্ছেন।
২৪	আমার মনে হয়, কালের দারুণ প্রভাব যা অতি বলিষ্ঠকেও পরাভূত করে, তার দ্বারাই আপনার সমগ্র সৌভাগ্য অপহৃত হয়েছে, যে- সৌভাগ্য দেবতাদের দ্বারাও বন্দিত হত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (১৯)

- কলিযুগের বিশেষ একটি লক্ষণ হল, কোনও পরিবারগোষ্ঠী এখন একসাথে বসবাস করার সৌভাগ্য পায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – (২০) গো-হত্যা এক বিরাট অধঃপতন

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (২০)

- কলিযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ু, দয়া, স্মৃতি এবং ধর্মনীতি –বিশেষ করে এই চারটি জিনিস ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে।
- মানব জাতির বিভিন্ন শ্রেণীস্তর – পরম পুরুষোত্তম ভগবানে যথাযথ পরিমাণে বিশ্বাস পোষণের অনুপাতে মানব জাতির বিভিন্ন শ্রেণীস্তর আছে। প্রথম শ্রেণীর ভগবৎ-বিশ্বাসী মানুষেরা হচ্ছেন বৈষ্ণবগণ আর ব্রাহ্মণগণ, তার পরে ক্ষত্রিয়েরা, তার পরে বৈশ্যেরা, এবং তার পরে শূদ্রেরা, তার পরে ম্লেচ্ছেরা, যবনেরা, এবং সব শেষে চণ্ডালেরা। মানবিক সহজাত প্রবৃত্তির অবনতির সূচনা হয় ম্লেচ্ছদের থেকে, এবং চণ্ডাল-জীবনধারা হচ্ছে মানবিক অধঃপতনের শেষ কথা।
- এই জড় জগতটি এক ধরনের কারাগার, দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দাস, যাঁরা কারাগারটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। ঐ দেবতাগণ দেখতে চান, যে সমস্ত বিদ্রোহী জীব ভগবানে অবিশ্বাসী হয়েই বেঁচে থাকতে চায়, তারা যেন ক্রমেই পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তির পানে ধাবিত হতে পারে। সেই কারণেই, যজ্ঞাদিতে নিবেদনের প্রথাটি শাস্ত্রাদির মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক (২১) – "কলিযুগে অবনতি"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (২১)

- মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের পক্ষে অহিতকর কলিযুগের কয়েকটি লক্ষণাদি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (২২)

- তখনকার দিনে অজামিলের মতো কুসঙ্গের শিকার একজন মাত্রই হয়েছিল, কিন্তু এই কলিযুগে নিরীহ বেচারী ছাত্রছাত্রীদের কতজনেই তো সিনেমার শিকার হচ্ছে প্রতিদিন, যে-সিনেমা মানুষকে আকর্ষণ করে শুধুই যৌনতাকে চরিতার্থ করার জন্য।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (২৩)

- পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের মধ্যে মোক্ষদান বিষয়ক লীলাও থাকে, তবে নির্বাণ বা মোক্ষ বিষয়ক কার্যকলাপের চেয়ে অন্যান্য লীলা থেকেই বেশি আনন্দ আস্বাদন করা যায়। শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এখানে যে 'নির্বাণ-বিলম্বিতানি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ যা মোক্ষলাভের মূল্য মর্যাদা হ্রাস করে।

২৫-৩৬ - ধরণী কর্তৃক ভগবৎ-বিরহ দুঃখ বর্ণন এবং কলির প্রভাব সম্বন্ধে শোক –

১.১৬.২৫ – গাভীরূপী ধরিত্রীর উত্তর –

ধরিত্রী (গাভী রূপী) তাই ধর্মরাজকে (বৃষ রূপ) উত্তর দিলেন যে, হে ধর্মরাজ, আমার কাছে যা কিছু জানতে চেয়েছেন, সবই আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ঐ সমস্ত প্রশ্নেরই আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। একদা আপনিও চারটি পদের ওপরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সুখ বর্ধন করেছিলেন।

১.১৬.২৬-৩০ – ভগবানের ৪০ টি দিব্য গুণাবলী –

তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছে (১) সত্যবাদিতা (২) শুচিতা (৩) অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা (৪) ক্রোধ সংযমের ক্ষমতা (৫) অল্পে তুষ্টি (৬) ঋজুতা (৭) মনের অচঞ্চলতা (৮) বাহ্যেন্দ্রিয়াদির সংযম (৯) কর্তব্য-অকর্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান (১০) সাম্যভাব (১১) সহনশীলতা (১২) শত্রুমিত্র ভেদাভেদ শূণ্যতা (১৩) বিশ্বস্ততা (১৪) জ্ঞান (১৫) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বিতৃষ্ণা (১৬) নেতৃত্ব (১৭) শৌর্য (১৮) প্রভাব (১৯) সব কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা (২০) যথাযথভাবে দায়িত্ব কর্তব্য পালনের দক্ষতা (২১) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা (পরাধীনতাশূন্য) (২২)

কর্মকুশলতা (২৩) সম্যক্ সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা (২৪) উদ্বেগহীন ধৈর্য (২৫) মৃদুতা (২৬) অভিনবত্ব (২৭) ভদ্রস্বভাব (২৮) মুক্ত হস্তে দান-দাক্ষিণ্য (২৯) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (৩০) সকল জ্ঞানের পরিশুদ্ধি (৩১) যথার্থ কর্ম প্রয়াস (৩২) সকল ভোগ্যবস্তুতে অধিকার (৩৩) উৎফুল্লতা (৩৪) স্থৈর্য (৩৫) নির্ভরযোগ্যতা (৩৬) যশ (৩৭) মাননীয়তা (৩৮) গর্বশূন্যতা (৩৯) ভগবত্তা (৪০) নিত্যতা এবং অন্যান্য আরও অনেক অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যাদি যা নিত্য বিরাজমান ও যেগুলি কখনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সকল সাত্বিকতা এবং সৌন্দর্যের আধার পুরুষোত্তম ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর বুকে এখন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা সংবরণ করেছেন। তাঁর অপ্রকটকালে কলিযুগ সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাই আমি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে দুঃখিত হচ্ছি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পৃথিবীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধুলায় পরিণত করার পরে ধূলিকণার অণু-পরমাণুগুলিকে গণনা করা যদিও-বা সম্ভব হয়, তবু পরমেশ্বর ভগবানের অতলান্ত অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যরাজির অনুমান করা সম্ভবপর নয়।
- উপরোক্ত গুণরাজিকে অনেকগুলি উপশিরোনামে শ্রেণীবিভক্ত করা চলে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, তৃতীয় গুণবৈশিষ্ট্যটি, অর্থাৎ অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা – গুণটিকে নিম্নোক্তভাবে উপবিভক্ত করা যায় :- (১) আত্মসমর্পিত জীবাত্মার সুরুক্ষা, এবং (২) ভগবদ্ভক্তজনের কল্যাণ কামনা।
- সাম্যভাব (১০) দ্বারা বোঝায় যে, পরমেশ্বর ভগাবন সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাময়, ঠিক যেমন সূর্য প্রত্যেকের ওপরেই সমানভাবে তার কিরণ বর্ষণ করে চলেছে। তবু অনেকেই আছে যারা সূর্যকিরণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অক্ষম।
- জীবসত্তার অভিরুচি – তাঁকে মনে হয় তাঁর ভক্তজনের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সমভাবাপন্ন মনোযোগ গ্রহণ করা বা বর্জন করা জীবসত্তার অভিরুচির ওপরেই নির্ভর করে থাকে।
- চতুর্দশতম গুণবৈশিষ্ট্য যে জ্ঞান, তাকে আবার পঞ্চবিধ উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে,

  যথা –

  (১) বুদ্ধিমত্তা,

  (২) কৃতজ্ঞতা,

  (৩) দেশ, কাল, পাত্রভেদে পরিস্থিতির বিচার বিচক্ষণতা,

  (৪) সর্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান, এবং

  (৫) আত্মজ্ঞান
- এই জড় জগৎ মহত্তত্ব থেকে প্রকাশিত, যা কারণ-সমুদ্রে শায়িত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ভগবানের স্বপ্নসদৃশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টি বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ ভগবানের স্বপ্নও বাস্তবতার অভিব্যক্তি তাই সব কিছুই তাঁর অপ্রাকৃত নিয়ন্ত্রণের অধীন, এবং তাই যখনই যেখানে তিনি প্রকাশিত হন, সেখানেই তিনি তাঁর পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন।

১.১৬.৩১ – ধরিত্রীর উত্তরের সার –

হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমার এবং আমার নিজের এবং সকল দেবতা, ঋষি পিতৃলোকবাসী, ভগবদ্ভক্তজন এবং মানব সমাজের বর্ণ ও আশ্রম প্রথার অনুসরণকারী সকলের অবস্থা বিবেচনা করে আমি শোক করছি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলিযুগে বিষধর কালসর্পের প্রথম আক্রমণটি হয় ভগবৎ প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্মকে দংশনের মাধ্যমে এবং তার ফলে যথাযথভাবে ব্রাহ্মণোচিত গুণস্পন্ন মানুষেরা শূদ্র নামে অভিহিত হচ্ছে, এবং শূদ্রোচিত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষেরা ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি লাভ করছে, আর এই সবই ঘটছে মিথ্যা জন্মগত অধিকারের দাবিতে।
- বর্তমান যুগে আবশ্যকীয় গুণগত যোগ্যতাগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং মিথ্যা জন্মগত-অধিকারের দাবি রামচরিতমানসের রচয়িতা এক দক্ষ সুকবির দ্বারাও সমর্থিত হচ্ছে।

১.১৬.৩২-৩৩ – বোধ হয়, আমার গর্ব খর্ব করার জন্যই ভগবান আমাকে ত্যাগ করেছেন –

ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা ভগবানের শরণাগত হওয়া সত্ত্বেও যে লক্ষ্মীদেবীর কিঞ্চিৎ করুণাকটাক্ষ লাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করেছিলেন, সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিবাসস্থল পদ্মবন পরিত্যাগ করে অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে যে শ্রীকৃষ্ণের নির্মল চরণকমলের সৌন্দর্য নিরন্তর সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম আদি চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীচরণের দ্বারা আমি সম্যকরূপে অলংকৃত হয়েছিলাম, তখন ত্রিলোকের সমস্ত সৌন্দর্যই আমার সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল, কেননা আমি তখন ভগবানের কাছ থেকে বিভূতি লাভ করেছিলাম। তারপর সেই বিভূতি নাশের সময় উপস্থিত হল, তখন আমার বড় গর্ব হল। বোধ হয়, সেই গর্ব খর্ব করার জন্যই ভগবান আমাকে ত্যাগ করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কাছেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিত্তাকর্ষক"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কি করে ভগবানকে ধরে রাখা যায় ? – কেউ প্রশ্ন করতে পারে ভগবান যখন পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করার পর তাঁর স্বীয় ধামে ফিরে যান, তখন কি করে তাঁকে এখানে ধরে রাখা যায় ? তার উত্তর হচ্ছে যে, ভগবানকে ধরে রাখার কোন কারণ নেই। ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান বলে সত্যিই আমরা যদি তাঁকে চাই, তা হলে তিনি আমাদের সঙ্গেই উপস্থিত থাকতে পারেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি ভক্তিসেবার দ্বারা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদিত হলে ভগবান সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণ – এই জগতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ভগবান যুক্ত নন। কিভাবে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা যায় এবং অপরাধশূন্য সেবার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই

শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত শব্দব্রহ্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি।

🕮 ১.১৬.৩৪ – ভগবান আমাদের উভয়কেই রক্ষা করেছিলেন –

হে মূর্তিমান ধর্ম, আমি যখন অসুরবংশীয় রাজাদের শত শত অক্ষৌহিনী রূপ গুরুভারে আক্রান্ত হয়েছিলাম, তখন ভগবান সেই অসুরদের সংহার করে আমার গুরুভার হরণ করেছিলেন। তেমনই তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন (পদত্রয় বিহীন হয়ে) দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়েছিলে, তখন তোমাকে সুস্থ করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে পরম রমণীয় শরীর ধারণ করেছিলেন।

🕮 ১.১৬.৩৫ – ভগবানের বিরহ কে সহ্য করতে পারে –

যিনি প্রেমপূর্ণ অবলোকন, রুচির হাস্য ও মধুর সম্ভাষণ করলে, সত্যভামা প্রভৃতি মধুমানিনী কামিনীগণ ধৈর্য ও মান হারাতেন, যাঁর চরণ-চিহ্নে অলংকৃত হয়ে এবং চরণ স্পর্শ অনুভব করে আমার অঙ্গ পুলকিত হত, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কে সহ্য করতে পারে?

১.১৬.৩৬ – পরীক্ষিত মহারাজের আগমন –

পৃথিবী এবং ধর্ম যখন পরস্পর এইভাবে কথোপকথন করছিলেন, তখন পরীক্ষিত নামক রাজর্ষি পূর্বদিকবাহিনী সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবানের প্রকটকালে মনোরম পৃথিবী"